"দুনিয়ায় ভোগবিলাস ও সুখ-স্বাচ্ছন্দে লিপ্ত মানুষেরা"

আসসালামুআলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু "দুনিয়ায় ভোগবিলাস ও সুখ-স্বাচ্ছন্দে লিপ্ত মানুষেরা"।

পবিত্র কুরআন মজীদে ت ر ف দ্বারা গঠিত দু'টি শব্দ أُتْرِفُ "সুখ-স্বাচ্ছন্দ দান করা"; مُتْرَفِيْنَ "ভোগ-বিলাস ও সুখ-স্বাচ্ছন্দে লিপ্ত মানুষেরা"। মোট ৮ বার ব্যবহৃত হয়েছে।

<u>পবিত্র কোরআন কারীমে আল্লাহ ইরশাদ করেন:</u>

<u>১। সমাজের নেতা-শাসক-প্রভাবশালী-সমৃদ্ধশালী ব্যক্তিদের আমি (আল্লাহ) সৎকর্ম করিতে আদেশ করি, কিন্তু উহারা সেখানে অসৎকর্ম করে; ফলে আমি ঐ জনপদকে সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করি।</u>

وَإِذَآ أَرَدْنَآ أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُواْ فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا ٱلْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيراً ﴿١٦﴾

আমি যখন কোন জনপদ ধ্বংস করিতে চাই তখন উহার সমৃদ্ধিশালী ব্যক্তিদেরকে সৎকর্ম করিতে আদেশ করি, কিন্তু উহারা সেখানে অসৎকর্ম করে ; অতঃপর উহার প্রতি দণ্ডাজ্ঞা ন্যায়সংগত হইয়া যায় এবং আমি উহা সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করি । সুরা আল ইসরা **১৭ঃ ১৬**

<u>২। সীমালংঘনকারীরা যাহাতে সুখ-স্বাচ্ছন্দ পাইত তাহারই অনুসরণ করিত এবং উহারা ছিল অপরাধী।</u>

فَلَوْلاَ كَانَ مِنَ ٱلْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أُوْلُواْ بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْفَسَادِ فِى ٱلأَرْضِ إِلاَّ قَلِيلاً مِّمَّنْ أَنجَيْنَا مِنْهُمْ وَٱتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَآ أُتْرِفُواْ فِيهِ وَكَانُواْ مُجْرِمِينَ ﴿١١٦﴾

তোমাদের পূর্বযুগে আমি যাহাদেরকে রক্ষা করিয়াছিলাম তাহাদের মধ্যে অল্প কতক ব্যতীত সজ্জন ছিল না, যাহারা পৃথিবীতে বিপর্যয় ঘটাইতে নিষেধ করিত । সীমালংঘনকারীরা যাহাতে সুখ–স্বাচ্ছন্দ্য পাইত তাহারই অনুসরণ করিত এবং উহারা ছিল অপরাধী । সুরা হুদ **১১ঃ ১১৬**

৩। পালায়ন করিও না এবং ফিরিয়া আস তোমাদের ভোগ-সম্ভারের নিকট ও তোমাদের আবাসগৃহে, হয়ত এ বিষয়ে তোমাদেরকে জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে।

فَلَمَّآ أَحَسُّواْ بَأۡسَنَآ إِذَا هُم مِّنۡهَا يَرۡكُضُونَ ﴿١٢﴾

لَا تَرۡكُضُواْ وَٱرۡجِعُوٓاْ إِلَىٰ مَآ أُتۡرِفۡتُمۡ فِيهِ وَمَسَٰكِنِكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تُسۡـَٔلُونَ ﴿١٣﴾

অতঃপর যখন উহারা আমার শাস্তিপ্রত্যক্ষ করিল তখনই উহারা জনপদ হইতে পলায়ন করিতে লাগিল ।

উহাদেরকে বলা হইয়াছিল, 'পলায়ন করিও না এবং ফিরিয়া আস তোমাদের ভোগ-সম্ভারের নিকট ও তোমাদের আবাসগৃহে, হয়ত এ বিষয়ে তোমাদেরকে জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে ।' সুরা আল আম্বিয়া ২১ঃ ১২, ১৩

৪। সম্প্রদায়ের প্রধানগণ, যাহারা কুফরী করিয়াছিল ও আখেরাতের সাক্ষাৎ করাকে অস্বীকার করিয়াছিল এবং যাহাদেরকে আমি দিয়াছিলাম পার্থিব জীবনে প্রচুর ভোগসম্ভার।

وَقَالَ ٱلۡمَلَأُ مِن قَوۡمِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِلِقَآءِ ٱلۡأٓخِرَةِ وَأَتۡرَفۡنَٰهُمۡ فِى ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَا مَا هَٰذَآ إِلَّا بَشَرٞ مِّثۡلُكُمۡ يَأۡكُلُ مِمَّا تَأۡكُلُونَ مِنۡهُ وَيَشۡرَبُ مِمَّا تَشۡرَبُونَ ﴿٣٣﴾

তাহার সম্প্রদায়ের প্রধানগণ, যাহারা কুফরী করিয়াছিল ও আখিরাতের সাক্ষাতকারকে অস্বীকার করিয়াছিল এবং যাহাদেরকে আমি দিয়াছিলাম পার্থিব জীবনে প্রচুর ভোগসম্ভার, তাহারা বলিয়াছিল, 'এ তো তোমাদের মতই একজন মানুষ; তোমরা যাহা আহার কর, সে তাহাই আহার করে এবং তোমরা যাহা পান কর, সেও তাহাই পান করে; সুরা আল মুমিনুন ২৩ঃ ৩৩

৫। আর আমি যখন উহাদের ঐশ্বর্যশালী ব্যক্তিদের শাস্তি দ্বারা ধৃত করি তখনই উহারা আর্তনাদ করিয়া উঠে।

بَلۡ قُلُوبُهُمۡ فِى غَمۡرَةٖ مِّنۡ هَٰذَا وَلَهُمۡ أَعۡمَالٞ مِّن دُونِ ذَٰلِكَ هُمۡ لَهَا عَٰمِلُونَ ﴿٦٣﴾

حَتَّىٰٓ إِذَآ أَخَذۡنَا مُتۡرَفِيهِم بِٱلۡعَذَابِ إِذَا هُمۡ يَجۡـَٔرُونَ ﴿٦٤﴾

لَا تَجۡـَٔرُواْ ٱلۡيَوۡمَ إِنَّكُم مِّنَّا لَا تُنصَرُونَ ﴿٦٥﴾

বরং এই বিষয়ে উহাদের অন্তর অজ্ঞানতায় আচ্ছন্ন, এতদ্ব্যতীত তাহাদের আরও কাজ আছে যাহা উহারা করিয়া থাকে ।

আর আমি যখন উহাদের ঐশ্বর্যশালী ব্যক্তিদেরকে শাস্তিদ্বারা ধৃত করি তখনই উহারা আর্তনাদ করিয়া উঠে ।

তাহাদেরকে বলা হইবে, 'আজ আর্তনাদ করিও না, তোমরা আমার সাহায্য পাইবে না ।' সুরা আল মুমিনুন ২৩ঃ ৬৩, ৬৪, ৬৫

৬। উহারা আরও বলিত 'আমরা ধনে-জনে সমৃদ্ধশালী'।

وَمَآ أَرۡسَلۡنَا فِى قَرۡيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتۡرَفُوهَآ إِنَّا بِمَآ أُرۡسِلۡتُم بِهِۦ كَٰفِرُونَ ﴿٣٤﴾

وَقَالُواْ نَحۡنُ أَكۡثَرُ أَمۡوَالاً وَأَوۡلَٰداً وَمَا نَحۡنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴿٣٥﴾

যখনই আমি কোন জনপদে সতর্ককারী প্রেরণ করিয়াছি উহার বিত্তশালী অধিবাসীরা বলিয়াছে, 'তোমরা যাহাসহ প্রেরিত হইয়াছ আমরা তাহা প্রত্যাখ্যান করি ।'

উহারা আরও বলিত, 'আমরা ধনে-জনে সমৃদ্ধিশালী ; সুতরাং আমাদেরকে কিছুতেই শাস্তি দেওয়া হইবে না ।' সুরা সাবা ৩৪ঃ ৩৪, ৩৫

৭। সমৃদ্ধশালী ব্যক্তিরা বলিত, আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিতেছি।

وَكَذَٰلِكَ مَآ أَرۡسَلۡنَا مِن قَبۡلِكَ فِى قَرۡيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتۡرَفُوهَآ إِنَّا وَجَدۡنَآ ءَابَآءَنَا عَلَىٰٓ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰٓ ءَاثَٰرِهِم مُّقۡتَدُونَ ﴿٢٣﴾

এইভাবে তোমার পূর্বে কোন জনপদে যখনই আমি কোন সতর্ককারী প্রেরণ করিয়াছি তখন উহার সমৃদ্ধিশালী ব্যক্তিরা বলিত, 'আমরা তো আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে পাইয়াছি এক মতাদর্শের অনুসারী এবং আমরা তাহাদেরই পদাংক অনুসরণ করিতেছি ।' সুরা আয যুখরুফ ৪৩ঃ ২৩

৮। ইতিপূর্বে উহারা তো মগ্ন ছিল ভোগ-বিলাসে।

وَأَصۡحَابُ ٱلشِّمَالِ مَآ أَصۡحَابُ ٱلشِّمَالِ ﴿٤١﴾

فِى سَمُومٍ وَحَمِيمٍ ﴿٤٢﴾

وَظِلّٖ مِّن يَحۡمُومٖ ﴿٤٣﴾

لَّا بَارِدٖ وَلَا كَرِيمٍ ﴿٤٤﴾

إِنَّهُمۡ كَانُوٓاْ قَبۡلَ ذَٰلِكَ مُتۡرَفِينَ ﴿٤٥﴾

وَكَانُواْ يُصِرُّونَ عَلَى ٱلۡحِنثِ ٱلۡعَظِيمِ ﴿٤٦﴾

আর বামদিকের দল, কত হতভাগ্য বাম দিকের দল!

উহারা থাকিবে অত্যুষ্ণ বায়ু ও উত্তপ্ত পানিতে,

কৃষ্ণবর্ণ ধূম্রের ছায়ায়,

যাহা শীতল নয়, আরামদায়কও নয় ।

ইতিপূর্বে উহারা তো মগ্ন ছিল ভোগ-বিলাসে

এবং উহারা অবিরাম লিপ্ত ছিল ঘোরতর পাপকর্মে । সুরা আল ওয়াকিয়া ৫৬ঃ ৪১- ৪৬

সুতরাং প্রিয় ভাই ও বোনেরা! ভোগবিলাস, সুখ-সম্ভোগ, অর্থ উপার্জন, নিজের নফসের চাহিদা ইত্যাদিকে আমরা খোদা না বানাই।

এগুলো পরিত্যাগ করে হলেও আমরা এক আল্লাহর বন্দেগী করি। যদি তা না করি তবে দুনিয়া ও আখেরাতে আমাদের, পরিবারের, সমাজের ধ্বংস অনিবার্য।

আসুন, আমরা সতর্ক হয়ে যাই, আল্লাহর কাছে ক্ষমা চেয়ে তওবা করে সৎ পথে ফিরে আসি। আল্লাহ আমাদেরকে COVID-19 সহ সমস্ত আযাব থেকে মুক্তি দান করুন।

আমিন।

আসসালামুআলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু।